

Date: 20. 01.2017

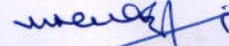
Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 20.01.2017, captioned 'গণধর্ষিতা ছাত্রীর পরিবার পুলিশসুপারের দ্বারস্থ'

The Superintendent of Police, Malda is directed to furnish a report within four weeks i.e. 28.02.2017 enclosing thereto:-

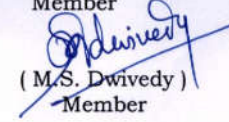
- (a) Statement of the victim girl and her parents;
- (b) Address and full particulars of the victim girl and her parents.



(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson



(Napanarajit Mukherjee)
Member



(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 20. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

গণধর্ষিতা ছাত্রীর পরিবার পুলিশসুপারের দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১৯ জানুয়ারি— এক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় বছর পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে পারল না পুলিশ। উপরন্তু সেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য অহরহ চাপ দিচ্ছে ধর্ষকরা। অভিযোগ, ধর্ষকদের সাথে হাত মিলিয়েছে গ্রামের মোড়ল। অভিযোগ না তোলায় সেই মোড়ল ধর্ষিতা ছাত্রীর পরিবারকে সমাজচ্যুত করে রেখেছে। এই অবস্থায় পুলিশসুপারের দ্বারস্থ হয়েছে ওই কিশোরী ও তার অভিভাবকরা। ঘটনাটি ক্ষতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশসুপার।

প্রসঙ্গত ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মালদা থানার যাত্রাডাঙ্গা গ্রামপঞ্চায়েতের পোপড়া গ্রামে। সেদিন রাতে স্থানীয় স্কুলে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী রাতের খাবার খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে। রাত ১২টা নাগাদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে যায় সে। সেই সময় এলাকারই তিন যুবক মেঘনাথ মণ্ডল, প্রণব মণ্ডল ও দীপঙ্কর মণ্ডল ওই ছাত্রীর মুখে গামছা চেপে একটি আমবাগানের ভিতর দিয়ে একটি পুকুরপাড়ে নিয়ে যায় এবং সেখানে তারা পরপর তিনজনই কিশোরীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। গণধর্ষণের কথা কাউকে বললে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় ওই কিশোরীকে। ভোরের দিকে ওই কিশোরীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকে ভর্তি করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এরপর সুস্থ হয়ে উঠলে সমস্ত ঘটনা কিশোরী তার বাবা-মাকে জানায়। কিশোরীর বাবা ঘটনাটি গ্রামের মোড়ল নিখিল মণ্ডল, লক্ষ্মণ মণ্ডল ও গীনেশ মণ্ডলকে জানায়। পরদিন ওই কিশোরীর বাবা স্থানীয় মালদা থানায় সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তিন ধর্ষকের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের

ভিত্তিতে মালদা থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ডি ও প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অ্যাক্টের ৪, ৬, ৮ ও ১২ ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। অভিযোগ পেয়ে প্রেফতার করা হয় প্রণব ও দীপঙ্করকে। তবে মূল অভিযুক্ত মেঘনাথ মণ্ডল গা ঢাকা দেয়। প্রায় ৯ মাস পরে মেঘনাথ মালদা থানায় আত্মসমর্পণ করে।

ধর্ষিতার বাবার অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য তাপে চাপ দিতে থাকে অভিযুক্তদের পরিবার ও গ্রামের মোড়ল নিখিল মণ্ডল। অভিযোগ না তোলা হলে তাদের সমাজচ্যুত করার হুমকি দেয় তারা। কিছুদিন পর তারা তাদের সমাজচ্যুত করেও দেয়। গ্রামের কারও সাথে কথা ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে না। এরই মধ্যে জামিন পেয়ে যায় অভিযুক্তরা। তারপর থেকে আবার অভিযোগ না তুলে নিলে খুনের হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু যারা এই সর্বনাশ করেছে তিনি তাদের আইনের মাধ্যমে শাস্তি দিতে চান। সেই কারণে তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করেননি। এরই মাঝে অভিযুক্তরা অভিযোগকারীর ধানের গাদায় রাতের অন্ধকারে আঙুন লাগিয়ে দেয়। তাতে তাদের বাড়ির একাংশ পুড়ে যায়। এটা তাদের খুনের চক্রান্ত ছিল। তিনি প্রতিটি ঘটনা জানিয়ে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ নির্বিকার। এমনকি, তার প্রথম অভিযোগের চার্জশিট পেশ করতে পারেনি পুলিশ। তার সন্দেহ এর পিছনে পুলিশের সঙ্গে অভিযুক্তদের আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সুবিচার চাইতে এদিন তিনি পুলিশসুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি তার জানা ছিল না। তিনি খোঁজখবর নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।